চিকিৎসা।

কটকী	৴০ এক ছটাক।
জয়ত্রী	১ এক তোলা।
জায়ফল	১ এক তোলা।
গুজরাতী এলাচী	২ দুই তোলা।
বড় এলাচী	৶০ আধ ছটাক।
রস সিন্দুর	২॥০ আড়াই মাসা।
শিঙ্গরীপ	২॥০ আড়াই মাসা।
রস মাণিক্য	২॥০ আড়াই মাসা।
মুশরী গন্ধক	৶০ আধ ছটাক।
জাওন (চারি প্রকর)	৷০ এক পোয়া।
মুশব্বর	৶০ আধ ছটাক।
	এগার পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এগার পদ ঔষধ ভাল রকম চূর্ণ করতঃ গব্য ঘৃতে পাক করিয়া ॥ আধ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া চারি পাঁচ দিন খাওয়াইতে হইবে।

কটকী	॥০ আধ সের।
গন্ধক	৵০ আধ পোয়া।
মুশব্বর	।০ এক পোয়া।
আতপ চাউল	৵০ আধ পোয়া।
গব্য ঘৃত	॥০ আধ সের।
	একুনে পাঁচ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধি একত্র ভাল করিয়া মিশাইয়া জ্বাল দিয়া ॥০ আধ তোলা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত কঃতঃ প্রতি দিন ২।৩ টা খাওয়াইতে হইবে।

কাগজী লেবুর রস	। এক পোয়া।
কাল জিড়া	॥ আধ সের।
সংরাইর বীজ	॥ আধ সের।
মুশব্বর	॥ আধ সের।
আদার শুঁট	॥ আধ সের।
ডাবির বীজ	॥ আধ সের।
জামাল গোটা	॥ আধ সের।
কলমী সোরা	॥ আধ সের।
কত (খয়ের)	॥ আধ সের।
মেথী	॥ আধ সের।
রস মাণিক্য	॥ আধ সের।
রস সিন্দুর	॥ আধ সের।
জাওন	১ সের।
ঘোর জাওন	৴১ সের।
বকুচি	। এক পোয়া
ভেলার গোটা	। এক পোয়া।
জায়ফল	। এক পোয়া।
জয়ত্রী	৴। এক পোয়া।
হরিদ্রা শুঁট	৴। এক পোয়া
নেপালী চিরতা	৴। এক পোয়া।
ময়নার গোটা	৴। এক পোয়া।

বহেরা	৵৷ এক পোয়া
ছোট হরিতকি	৵৷ এক পোয়া।
বড় হরিতকি	৵৷ এক পোয়া।
সাপ্টী	৵৷ এক পোয়া।
মুশার ফল	৵৷ এক পোয়া।
এল চী	৵৷ এক পোয়া।
পটলের পাত	৵৷ এক পোয়া।
পুরাণা গুঁড়	৵৷ এক পোয়া।
ভাল হিঙ্গ	৵ এক ছটাক।
চারি জাতীয় লবণ	৵১ এক সের।
রসুন	৵২ দুই সের।
ভুঁই কুমড়া	৵৷৷ আধ সের।
মুদ্রা শঙ্খ	৵ এক ছটাক।
শিমল খার	৵ এক ছটাক।
দারুচিনি	৵ এক ছটাক।
লবঙ্গ	৵৶ আধ পোয়া।
রস কর্পূর	৵১ এক সের।

আটত্রিশ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই আটত্রিশ পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ চূর্ণ করতঃ মাড়িয়া লইয়া প্রত্যহ ১ এক তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

মাটি খাইলে, হস্তীকে যেরূপ সতর্ক ভাবে রাখিতে হয়, চৌরঙ্গ ব্যাধি হইলেও ঠিক সেই ভাবে রাখা উচিত। কোন রকমে যেন উহার শরীরে জলস্পর্শ না হয়, কি শীতল বায়ু না লাগে। কলার গাছ, ঘাস ও দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। এই রোগাক্রান্ত হইলে সর্ব্বপ্রকারে হাতীকে গরম রাখিতে হইবে। কিন্তু রৌদ্রোত্তাপ ভোগ কি পরিশ্রম না করে। গরম জল খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য, যে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগ অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

পথ্য।

বাঁশ পাতা বট ও অশ্বথের ডাল চারা প্রভৃতি গরম দ্রব্য।

কুপথ্য।

স্নিগ্ধকর চারা।

বড় পাক্কর ব্যাধি।

কারণ ও লক্ষণ। কোণ প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিলেই ইহা হয়। চৌরঙ্গ ব্যাধির প্রবল অবস্থাকে বড় পাক্কর রোগ কহে। বিশেষ এই, এই রোগ জন্মিলে হাতীর পেট অত্যন্ত স্ফীত হয়, মানুষের যেরূপ ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি জন্মে

এ ব্যাধিতে হস্তীর ঐ প্রকার হইয়া থাকে। এমনকি ইহাতে হাতীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া শেষে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা।

রস মাণিক্য	২ দুই তোলা।
রস সিন্দুর	২ দুই তোলা।
সিঙ্গ গ্রিক্	২ দুই তোলা।
আকর করা	২ দুই তোলা।
ইস্কুল	২ দুই তোলা।
এক কোষ বিশিষ্ট রসুন অভাবে	
সাধারণ রসুন	।৴ এক পোয়া।
আদা	।৴ এক পোয়া।
	মোট সাত পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঔষধির পূর্ব্ব ৫ পদ ঔষধ উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ ঐ বক্রি দুই পদ রসুন ও আদার রসে মাড়িয়া বুটের মত এক একটি বড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে দুই বড়ী খাওয়াইবে। তাহাতে ব্যাধি কিঞ্চিৎ না কমিলে দুই ঘণ্টা অন্তর দুই বড়ী করিয়া খাওয়াইবে।

শুশ্রূষা।

চৌরঙ্গ ব্যাধি হইলে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, ইহাতেও কঠি সেই

প্রকার শুশ্রূষা করিতে হইবে। ফল, হাতীকে কোন প্রকারে হিম না লাগে। মানুষের জ্বর বিকার হইলে যেমন গরম ভাবে রাখিতে হয়, সেইরূপ হাতীকেও সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখা উচিত।

পথ্য।

বাঁশ পাতা অশ্বথ ডাল চারা ইত্যাদি গরম দ্রব্য।

সর্দ্দি বা সন্ন্যাস রোগ।

কারণ। হস্তী অতিরিক্ত পরিশ্রমে গরম হইলে যদি হঠাৎ কোন প্রকারে স্নিগ্ধ হয়, তবে হাতীর আভ্যন্তরিক তাপ সহসা শীতল হইয়া সর্দ্দি গরমী উপস্থিত হয়। ইহাতে হাতীর শরীরের রক্ত জল হয় এবং হঠাৎ মরিয়া যায়। ফল ইহাকে সান্নিপাত বিকার বলা যায়।

লক্ষণ। অকস্মাৎ কাঁপিতে আরম্ভ করে, আহার ত্যাগ করে, এবং মুখ হইতে অজস্র জল ধারা পড়িতে থাকে। এই সময় সতর্কতার সহিত চিকিৎসাদি করিতে পারিলে আরাম হইতে পারে। কিন্তু এই রোগে হাতী পড়িয়া গেলে আর কোনরূপ চিকিৎসাই চলে না। সাধারণতঃ প্রবাদ যে, হাতী ছয় মাসের রাস্তা ব্যবধানে জরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, কাঁপিতে আরম্ভ করে. পরে ক্রমে জর যত নিকটে আইসে ততই হাতীর উপসর্গ বৃদ্ধি পাইয়া স্পন্দন রহিত হয় এবং ত্বরায় মৃত্তিকা মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। বাস্তবিক উক্ত প্রবাদ অমূলক নহে।

হাতী সন্ন্যাস বা সর্দ্দি গরমী রোগে আক্রান্ত হইলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসাদির সময় পাওয়া যায় না। এমন কি মানুষের সন্ন্যাস রোগ হইলে যেমন আহার করিতে করিতে কি ভ্রমণ কালে কিম্বা

নিদ্রায়, অথবা বসিয়া আলাপ করিতে করিতে হঠাৎ মৃত্যু হয় তদ্রূপ হাতীও চলিতে চলিতে কি পীলখানায় ভাল অবস্থায় চারাদি খাইতে খাইতে হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গিয়া মরিয়া যায়। হাতী পড়িয়া গেলে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মনুষ্য আর সে মুখ খুলিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে পারে না।

চিকিৎসা।

নর সিংহ অথবা নিসিন্দা পাতার রস দ্বারায় হস্তীকে নস্য গ্রহণ করাইবে।

এই রোগ হইলে, সর্ব্বদা হস্তীকে ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবে। এবং মাথায় সর্ব্বদা জল ঢালিবে। এই রোগে হস্তী প্রায়শই বাঁচে না। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

পথ্য।

স্নিগ্ধকর যাবতীয় চারা।

অতিসার রোগ।

কারণ। হস্তী অতিরিক্ত মাটী খাইলেই দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। এমন কি মানুষের অতিসারের ন্যায় দাস্ত হইতে হইতেই হাতী এই রোগে মরিয়া যায়।

লক্ষণ। অনবরত জলবৎ তরল অধিক পরিমাণে দাস্ত হইতে থাকে পেটের বেদনায় হাতী উঠা বসা আরম্ভ করে, এবং কাঁপিতে থাকে। কিছুই খায় না, স্ফূর্তি বিহীন হইয়া যায়। আর এত দুর্ব্বল হয় যে, সে আপন শরীরের ভার বহন করিতেও সক্ষম হয় না, অথবা কষ্ট জ্ঞান করে। এই

রোগের প্রথমাবস্থায় ভালরূপ চিকিৎসাদি করিতে না পারিলে, হয় ত চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল মধ্যে জীব লীলা সম্বরণ করিতে পারে। এটি বড় মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা।

ব্রাণ্ডি সারাপ	৷৶ আধ পোয়া।
চিড়া	।৶ এক পোয়া।
	এই দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ ব্রাণ্ডি সারাপ দ্বারা চিড়া ভিজাইয়া ঐ চিড়া দানা খাওয়ানের ন্যায় ঘাঁসের কুচরাতে ভরিয়া হাতীকে খাওয়াইতে হইবে। যদি একবারে আরাম না হয়, তবে বিবেচনা পূর্ব্বক আবশ্যক মতে আরও ২।৩ বার ঐ পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। সারাপ অতিরিক্ত সেবনের জন্য হস্তীর অত্যন্ত মত্ততা না হয় ইহা বিবেচনায় খাওয়ান কর্ত্তব্য।

পুরাণা ভাঙ্গের পাত	৲৹ আধ ছটাক।
দানা গুড়	৴৹ এক ছটাক।
হরিদ্রা চূর্ণ	৲৹ আধ ছটাক।
	একুনে তিন পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মিশাইয়া দুই বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রথম এক

বড়ী খাওয়াইতে হইবে। তাহাতে দাস্ত বন্ধ না হইলে, দুই ঘণ্টা পরে আরও বড়ী খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হাতীকে সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। চলাচল করিতে দেওয়া অনুচিত। অতি সার রোগ সত্বে হাতী চলাচল করিলে, মলভাণ্ড আলোড়িত হয়, ও ক্রমশঃ দাস্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ রোগাক্রান্ত হস্তীকে কোন প্রকারে ত্যক্ত করা অন্যায়। স্নিগ্ধকর আহারীয় ভিন্ন গরম জনক আহার্য্য বস্তু মধ্যে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যাহা খাইতে চায়, তাহাই দেওয়া আবশ্যক। ঔষধাদিও রীতিমত উপযুক্ত সময়ে সেবন করান কর্ত্তব্য।

পথ্য।

অশ্বথ ডাল, থোকমা ডাল, ও বাঁশ পাতা প্রভৃতি যাবতীয় ডাল চারা।

কুপথ্য।

স্নিগ্ধকর চারা।

আকাসিয়া রোগ।

কারণ। হস্তী গুরুতর ভার গ্রহণ ও পরিশ্রম বশতঃ ক্লান্ত হইলে, কি কোন প্রকারে ভাত ভয় পাইলে, কিম্বা আহ্লাদিত হইলে, মনুষ্যের যেরূপ বাত ব্যাধি অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ বা পক্ষাঘাত রোগ হয়, তদ্ব্যায় আকাসিয়া রোগ হয়ে এবং হাতীর যে কোন অঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ অবশ করিয়া ফেলে।

লক্ষণ। হস্তীর যে অঙ্গে আকাসিয়া ব্যাধি উপস্থিত হয়, সে অঙ্গ অবশ হইয়া যায়, সে স্থানে কোনরূপ আঘাত করিলে বা ক্ষত করিলেও কোনও প্রকার ক্লেশানুভব করিতে পারে না। ঐ স্থানের রক্ত চলাচল ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পড়ে। সে অঙ্গ দ্বারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই রোগ প্রবল হইলে হাতী একেবারেই অকর্ম্মন্য হইয়া যায়, এবং ক্রমে দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। এ রোগ প্রায় হাতীর পায়ে হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

বড় বাঁশের করুল	।/। এক পোয়া।
লজ্জাবতী লতা	/ এক ছটাক।
উত্তর বাহিনী নদরী জল	।/। এক পোয়া।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্র ভালরূপ বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে।

গবরী চাঁপার ছাল	/০ এক ছটাক।
সোনাইলের কুঁশী	১ এক তোলা।
কাল লবণ	২ দুই তোলা।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শানের খৈ	।১০ এক পোয়া।
ধার মশলা	৵০ এক ছটাক।
দুর্ব্বা	।১০ এক পোয়া।
নিমের পাত	৵০ এক ছটাক।
গুড়	৵০ এক ছটাক।
সৈন্ধব লবণ	৵০ এক ছটাক।
পীলখানার মাটী	৵০ এক ছটাক।
	মোট সাত পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই সাত পদ ঔষধ একত্রে বাটিয়া হস্তীকে খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

অতিরিক্ত শ্রম ও গুরুভার বহন করান কর্ত্তব্য নহে। স্নান করাইবার সময়, অধিক পরিমাণ শীতল জলে হাতীকে সন্তরণ করান বিধেয়। কারণ সন্তরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালিত হইলে অবশ অঙ্গও সবল হইবার সম্ভাবনা। রুক্ষ কি অত্যন্ত স্নিগ্ধ জনক আহার্য্য দেওয়া অসঙ্গত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকিলে সেঁক দিতে হইবে।

দল ঘাস, অপরিপক্ক ধানের গাছ, থোকসার ডাল, ও চা গুয়ার পাতা ইত্যাদি বল কারক দ্রব্য।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা।

কারণ। হস্তী অত্যন্ত পরিশ্রম, ও গুরুভার বহন, কি, একাদি ক্রমে

দূর পথ গমনাগমন করিলে, বন্দরস সঞ্চিত হইয়া শরীরে বেদনা হইয়া থাকে।

লক্ষণ। হাতীর শরীরে বেদনা হইলে, যে স্থানে বেদনা হয় সে স্থানে কিঞ্চিৎ বা অধিক পরিমাণ স্ফীত হয়। স্ফূর্ত্তি থাকে না। অধিক পরিমাণ বেদনা হইলে চলিতে কষ্টানুভব করে। স্ফীত স্থান টিপিলেও ক্লেশ অনুভব করে।

চিকিৎসা।

লবণ	৵৹ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	৵৹ এক ছটাক।
হরিদ্রা চূর্ণ	৵৹ এক ছটাক।
	এই তিন পদ।

(পরীক্ষিত ও আশু ফলপ্রদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই সমস্ত দ্রব্য আট সের জল মধ্যে অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে (অর্থাৎ যে পরিমাণ গরম সহ্য করিতে পারে) তাহা বেদনা স্থানে তাভার অর্থাৎ ধারা দিতে হইবে। এইরূপ প্রাতে ও বৈকালে দুই বেলায় দিতে হইবে।

নিমের পাত	৵৹ এক ছটাক।
বিষ মান্	৵৹ এক ছটাক।
বিষ কচু	৵৹ এক ছটাক।
চাম্ ঘাস অথবা খানুমান্ শাকের গাছ ও মূল	৵৹ এক ছটাক।
বিষ কাঁটালী	৵৹ এক ছটাক।

হাড় জোড়া /৹ এক ছটাক।

হরিদ্রা চূর্ণ /৹ এক ছটাক।

গব্য ঘৃত /৹ এক ছটাক।

লবণ /৹ এক ছটাক।

মোট নয় পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই নয় পদ ঔষধ আট সের জল মধ্যে অত্যন্ত গরম করিয়া সহ্য হয় এরূপ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বেদনা স্থানে প্রাতে ও বৈকালে ধারা দিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

১

মহিষের গোবর দুই সের জল /১ সের সহ মিশ্রিত করতঃ গরম করিয়া সহনীয় উষ্ণতা থাকিতে সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রলেপ দিতে হইবে।

২

অগ্রে একটি পিতলা বাটি গরম করতঃ তাহাতে কেরাচন তৈল গরম হইলে ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পীড়িত স্থানে দিনে দুইবার মালিশ করিয়া দিবে।

শুশ্রূষা।

হাতীকে কোন প্রকারে শ্রম করিতে দেওয়া, কিম্বা গুরু ভার বহন

করান অবিধেয়; এবং প্রত্যহ একবার সর্ব্বাঙ্গে উক্ত জল দ্বারা ছাতার দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য।

স্বাভাবিক আহারীয় দ্রব্য অর্থাৎ ডাল চারা।

কুপথ্য।

কদলী বৃক্ষাদি সিদ্ধকর দ্রব্য।

পৃষ্ঠ বেদনা।

কারণ। হাতীর পৃষ্ঠে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে, কি গদী ও ডাল চারা বহন জনিত ঘর্ষণে, অথবা মাহুতের অনবধানতা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ভার অধিকক্ষণ বহনে পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে।

অনেকের বিশ্বাস যে, হস্তী প্রকাণ্ড জন্তু, অনায়াসে বিশ ত্রিশ মণ বোঝা বহন করিতে পারে। সে বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক! কারণ হাতীর পৃষ্ঠেও রক্ত মাংস আছে। তাহাতে যদিও ভার চাপান যাইতে পারে, কিন্তু হাতীর চলন সময়ে পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়জন্য, ঐ গুরুতর ভারের ঘর্ষণ লাগিয়া পৃষ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয়। ঐ বেদনা সত্বেও ভার বহন করাইলে, কিম্বা উপযুক্ত চিকিৎসাদি না করাইলে, বেদনা স্থানে ঘা হইয়া থাকে এবং একবার ঘা হইলে সে ঘা প্রায়ই নির্দ্দোষরূপে সারে না। চিকিৎসাদি করিলে উপরে শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু ভিতরে কিছু কিছু ঘা থাকে, কোন প্রকারে তাহাতে আঘাত লাগিলেই ঘা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং হস্তী ঐ রোগাক্রান্ত হইলে অকর্ম্মণ্য হয়। এটী ও হস্তীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাধি। হাতীর পীঠের অন্য স্থানে, যাহাতে টাকা পয়সা বা অন্য কোন প্রকার ধাতু

দ্রব্যাদির গুরু ভারবিশিষ্ট পদার্থ না উঠে এবং পীঠের অধিক স্থান ব্যাপীয়া অল্পক্ষণ থাকিতে পারে তদ্বিষয় হস্তীস্বামী ও মাহুতগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। অধিক টাকা পয়সা লোহা ইত্যাদি কোনরূপ ধাতু দ্রব্য হাতীর পৃষ্ঠে উঠানই অসঙ্গত।

লক্ষণ।

যে স্থানে বেদনা হয়, সে স্থানে গরম হয় ও ফুলে এবং তাহাতে হাত দিলে যাতনা অনুভব করে।

চিকিৎসা।

নিমের পাতা	।৵০ এক পোয়া।
বিষমানা	৴৵০ আধ পোয়া।
চাম ঘাঁসের মুড়া	৴৵০ আধ পোয়া।
গুড়া হরিদ্রা	৴০ এক ছটাক।
লবণ	৴০ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	৴০ এক ছটাক।
বিষ কচু	৴৵০ আধ পোয়া।
	মোট সাত পদ।

পরীক্ষিত।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই সাত পদ ঔষধ একত্র করিয়া দশ সের জলদ্বারা একটা বড় হাঁড়িতে সুসিদ্ধ করতঃ ঐ ঔষধগুলির কাথ বাহির হইলে পাঁচ ছয় সের জল থাকিতে তাহার শিটাগুলি ফেলাইয়া, হাতীর শরীরে সহ্য হইতে পারে এরূপ গরম

ক্বাথ দ্বারা অল্প পরিমাণে দুই বেলায় বেদনা স্থানে ধারা দিতে হইবে। ইহাকেই তাতার দেওয়া বলে।

মুষ্টিযোগ।

গোমের ভূষী /১ এক সের পরিমাণ অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া দলা করতঃ উষ্ণ থাকিতে কাপড়ে জড়াইয়া বারম্বার বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে।

মহিষের গোবর দুই সের /১ সের জলে মিশাইয়া গরম করতঃ সহ্য হয় এমত উষ্ণ থাকিতে সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেদনা স্থানে স্বেদ দিতে হইবে।

কেরোচিন তৈল কিম্বা টার্পিণ তৈল, গরম পীতলা বাটীতে ঢালিলে যখন উষ্ণ হইবে, তখন ঈষৎ উষ্ণ সত্বে বেদনা স্থানে মালীষ করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

লবণ ও হরিদ্রা চুর্ণ, কাট খোলায় ভাজিয়া লইয়া শরীরে সহ্য হয় এরূপ গরম থাকিতে কাপড়ে পোটলা করতঃ পুনঃ পুনঃ বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে।

হাতীর কাঁচা নিদা অর্থাৎ বি[illegible] খড় জ্বালাইয়া তন্মধ্যে প্রক্ষেপ করতঃ গরম করিয়া লইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে বেদনা স্থানে প্রত্যহ চারি পাঁচ বার স্বেদ দিবে।

ঔষধ।

সমুদ্র ফেনা	১ এক তোলা।
রসসিন্দুর	১ এক তোলা।
রস মাণিক্য	১ এক তোলা।
আফিম	১ এক তোলা।

দ্রব্যাদির গুরু ভারবিশিষ্ট পদার্থ না উঠে এবং পীঠের অধিক স্থান ব্যাপীয়া অল্পক্ষণ থাকিতে পারে তদ্বিষয় হস্তীস্বামী ও মাহুতগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। অধিক টাকা পয়সা লোহা ইত্যাদি কোনরূপ ধাতু দ্রব্য হাতীর পৃষ্ঠে উঠানই অসঙ্গত।

লক্ষণ।

যে স্থানে বেদনা হয়, সে স্থানে গরম হয় ও ফুলে এবং তাহাতে হাত দিলে যাতনা অনুভব করে।

চিকিৎসা।

নিমের পাতা	।৹ এক পোয়া।
বিষমান	৵৹ আধ পোয়া।
চাম ঘাঁসের মুড্ডা	৵৹ আধ পোয়া।
গুড়া হরিদ্রা	৴৹ এক ছটাক।
লবণ	৴৹ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	৴৹ এক ছটাক।
বিষ কচু	৵৹ আধ পোয়া।
	মোট সাত পদ।

পরীক্ষিত।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই সাত পদ ঔষধ একত্র করিয়া দশ সের জলদ্বারা একটা বড় হাঁড়িতে সুসিদ্ধ করতঃ ঐ ঔষধগুলির ক্বাথ বাহির হইলে পাঁচ ছয় সের জল থাকিতে তাহার শিঠীগুলি ফেলাইয়া, হাতীর শরীরে সহ্য হইতে পারে এরূপ গরম

কাথ দ্বারা অল্প পরিমাণে দুই বেলায় বেদনা স্থানে ধারা দিতে হইবে। ইহাকেই তাতার দেওয়া বলে।

মুষ্টিযোগ।

গোমের ভূষী /১ এক সের পরিমাণ অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া দলা করতঃ উষ্ণ থাকিতে কাপড়ে জড়াইয়া বারম্বার বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে।

মহিষের গোবর দুই সের /১ সের জলে মিশাইয়া গরম করতঃ সহ্য হয় এমত উষ্ণ থাকিতে সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেদনা স্থানে স্বেদ দিতে হইবে।

কেরোচিন তৈল কিম্বা টার্পিণ তৈল, গরম পীতলা বাটীতে ঢালিলে যখন উষ্ণ হইবে, তখন ঈষৎ উষ্ণ সহে বেদনা স্থানে মালীষ করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

লবণ ও হরিদ্রা চূর্ণ, কাট খোলায় ভাজিয়া লইয়া শরীরে সহ হয় এরূপ গরম থাকিতে কাপড়ে পোটলা করতঃ পুনঃ পুনঃ বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে।

হাতীর কাঁচা নিদা অর্থাৎ বি[illegible] খড় জালাইয়া তন্মধ্যে প্রক্ষেপ করতঃ গরম করিয়া লইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে বেদনা স্থানে প্রত্যহ চারি পাঁচ বার স্বেদ দিবে।

ঔষধ।

সমুদ্র ফেনা	১ এক তোলা।
রসসিন্দুর	১ এক তোলা।
রস মাণিক্য	১ এক তোলা।
আফিম	১ এক তোলা।

ইষ্টক চূর্ণ — ১ এক তোলা।
গোলমরিচ চূর্ণ — ⁄৹ এক ছটাক।
মোট ছয় পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ঔষধ ছয় পদ কাঁচা জলে গাঢ় করিয়া মিশ্রিত পূর্ব্বক ঈষৎ উষ্ণ করতঃ বেদনা স্থানে প্রত্যহ দুইবার প্রলেপ দিবেক।

শুশ্রূষা।

বেদনা স্থানে সহ্য হয়; এরূপ গরম জল দ্বারা প্রত্যহ ২।৩ বার বেদনা স্থানে তাতাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন প্রকার ভার বহন করান উচিত নয়, এবং বেদনা স্থলে ও কোন প্রকার আঘাত না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য।

স্বাভাবিক আহার্য্য দ্রব্য সমস্ত।

পৃষ্ঠাঘাত।

কারণ। যে যে কারণ বশতঃ হস্তীর পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে, সেই বেদনা স্থানে সত্বর চিকিৎসা করিতে না পারিলে, বা বেদনা স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, ঘা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই ঘায়ের রীতিমত চিকিৎ-

সারি না করিলে উহা মেরুদণ্ডের অস্থিমধ্যে (মজ্জায়) প্রবেশ করে। তাহাতে হাতী ও মরিয়া গিয়া থাকে। উহা হাতীর পক্ষে উৎকট ব্যাধি।

লক্ষণ।

হাতীর পৃষ্ঠে যে স্থানে পৃষ্ঠাঘাত ব্যাধি হয় সে স্থান স্ফীত হয় এবং হাতী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে। ঐ স্ফীত স্থানের ভিতর পাকিয়া পুঁজ জন্মে; অঙ্গুলি দ্বারা তথায় কোন প্রকার আঘাত করিলে পাকা কাঁঠালের মত চপ চপ শব্দ করে ও ঐ স্থানের বাহ্যিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ।

পৃষ্ঠে বেদনা স্থানে সাবান জল দিয়া ঘসিতে হইবে।

আলকলতা ও লবণ একত্রে বাটিয়া কলার পাতার টোপলায় ভরিয়া তাহা পোড়াইয়া লইয়া স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিবে।

শ্বেত কানণীবার রস লবণ সহ মিশ্রিত করতঃ স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিবেক।

উক্ত মুষ্টিযোগ দ্বারা কোন উপকার না হইলে।

ঐ স্ফীত স্থানের ভিতরের সমস্ত পুঁজ নির্গত হইতে পারে, এরূপভাবে অতি সূক্ষ্ম ধারাবিশিষ্ট অস্ত্র দ্বারা স্ফীত স্থান ফাড়িয়া দিতে হইবে। এবং ঘা আস্তে আস্তে ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে ও নিম্নলিখিত ঔষধি ক্ষত স্থানে দিবেক।

সূর্য্যমণী	১ এক তোলা।
বড় দয়ার শিকড়	১ এক তোলা।

গব্য ঘৃত ১ এক তোলা।
পাথর কএলার চূর্ণ /০ এক ছটাক।
একুনে চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতমধ্যে, প্রত্যহ দুই বেলায় দিতে হইবে।

অশ্বথ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল ভস্ম /০ এক ছটাক।
বড় হরিতকী ১ এক তোলা।
জাঙ্গী হরিতকী ১ এক তোলা।
মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই সমুদয় ঔষধের চূর্ণ করতঃ তাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবেক। ঐ সকল চূর্ণ একত্র করতঃ, ঘা উত্তমরূপে ধোওয়াইয়া তাহাতে প্রত্যহ দু-বেলায় দিতে হইবে।

কার্ব্বলিক অয়েল কানিতে করিয়া ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিতে হইবে।

নিমের পাতা বাটীয়া ক্ষত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।

ক্ষত স্থানে পোকা হইলে।

জাঙ্গাল চূর্ণ, ঘা উত্তমরূপে গরম জলে ধোওয়াইয়া এমন ভাবে ক্ষতমধ্যে দিতে হইবে যে, ঘার কোন অংশ এই ঔষধ দ্বারা আচ্ছাদন করিতে ক্রটী না হয়। এইরূপ প্রত্যহ ২।৩ বার ঔষধ দিলে পোকা মরিয়া যাইবে। পোকা মরিয়া গেলে কেবল অশ্বথের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া তাহার চূর্ণ দিলে ঘা শীঘ্র আরাম হইবে।

হাতীর শরীরের কোন স্থানের ঘা'তে যদি পোকা জন্মে, "তবে তাহাতে টার্পিণ তৈল ঢালিয়া দিলে পোকা মরিয়া যাইবে।"

(২) পোকা বিশিষ্ট ঘা'তে ছাপ চিনী দিলে পোকা মরিয়া যাইবে।

(৩) আম পক্ব হইবার পূর্ব্বে তাহার বোটা ভাঙ্গিলে যে আটা বাহির হইবে, ঐ আটা ভাল পান সহ ভক্ষ্য তামাক পাতা ঘা'র মধ্যে দিলে পোকা মরিবে।

বৃহৎ ঘায়ের ঔষধ।

পারা	১ এক তোলা।
মধু	৪ চার তোলা।
শুকরের চরবি	৵৹ এক পোয়া।
	(মোট তিন পদ।)

(উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে, খলমধ্যে ৪।৫ ঘণ্টা কাল ভালরূপে মাড়িয়া উত্তম মিশ্রিত হইলে অর্থাৎ পারা সম্যক্ প্রকারে মিশাইয়া গেলে, গরম জলে উত্তমরূপে ক্ষত স্থান ধোয়াইয়া, ছাপ কানিতে ঐ ঔষধ মাখিয়া লইয়া ঘাতে এমতভাবে পটী দিতে হইবে যে, সকল ঘা'য়ে যেন ঔষধ লাগে।

ঘায় নালী ধরিলে।

পারা	২ দুই তোলা।

রস-মাণিক্য	১ এক তোলা।
মুক্তা শঙ্খ	১ এক তোলা।
বটের আটা	১ এক তোলা।
হিঙ্গুল	১ এক তোলা।
গব্য-ঘৃত	।৷৹ আধ সের।

(ছয় পদ।)

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত জীবের ব্যবহার্য্য।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপে পীতলা বগুনাতে রাখিয়া পীতল বাটী দ্বারা পারার সহিত বিশেষরূপে মিশিয়া গেলে, ঘা'র ভিতর পর্য্যন্ত ভালরূপে গরম জলে ধোয়াইয়া, ঘায়ের সিকি পরিমাণ ভিতরে ও ঘায়ের উপরে চতুঃপার্শ্বে প্রত্যহ দুই বার মালিশ করিয়া দিতে হইবে।

নালী ঘা।

গব্য-ঘৃত	৴১ এক সের।
পারা	।৴৹ আধ পোয়া।
হিঙ্গুল	১ এক তোলা।
গিরিমাটী	২ দুই তোলা।

এই চারি পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

প্রথমতঃ ঘৃতমধ্যে পারা দিয়া একটা পীতলা বগুনাতে রাখিয়া, পীতলা

বাটী দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঘৃতে পারা ভালরূপে মিশিয়া গেলে, হিঙ্গুল ও গিরিমাটী মিশ্রিত করতঃ প্রত্যহ ২ দুই বেলায় ক্ষত স্থানে উত্তমরূপে প্রলেপ করিতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হস্তী পৃষ্ঠের স্ফীত স্থানে পৃষ্ঠাঘাত হইয়াছে অনুভব করিলে, তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা সুবিবেচক ও অস্ত্র চিকিৎসাজ্ঞ সুদক্ষ মাহুত দ্বারা ঐ স্ফীত স্থান কাটিয়া লইয়া স্ফীত স্থানের মধ্যস্থ রক্ত পূঁজাদি যাহা দূষিত পদার্থ থাকে, তাহা বাহির করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। ইহা পৃষ্ঠাঘাতের পূর্ব্ব লক্ষণেই করিতে পারিলে, সত্বরে ঘা আরাম হইয়া যায়, বিলম্বে নালী হওয়ার নিতান্ত সম্ভব।

যেমন মনুষ্যের পৃষ্ঠাঘাত, বিষা ব্যাধি হইলে সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণ, তাহা কাঁচা থাকিতে ও কাটিয়া দেয় ও দূষিত রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া সহজে আরাম করে, সেইরূপ, হাতী পৃষ্ঠাঘাত বা কোন স্থানে স্ফীত হইয়া পাকিবার পূর্ব্বে কাঁচা থাকিতে উহা কাটিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ বেদনাযুক্ত স্ফীত স্থানের ভিতর পূঁজাদি দূষিত পদার্থ অধিককাল স্থায়ী হইলে ঐ স্থানের মাংস দূষিত পদার্থের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়, এবং নালী ঘা হইয়া অসাধ্য ব্যাধিরূপে পরিণত হয়। প্রথমতঃ স্ফীত স্থানে প্রলেপ ইত্যাদি ব্যবহারে বিফল হইলে ঐ স্থান বিবেচনামত কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য।

বাতঘ্নীর বলকারক আহার্য্য দ্রব্য।

কুপথ্য।

যাহাতে শরীরের বৃদ্ধি হয়, এরূপ আহার্য্য দেওয়া অবৈধ।

বিষস্ফোট ব্যাধি।

কারণ। যে কারণবশতঃ হস্তীর পৃষ্ঠে স্ফীত হইয়া শেষে পৃষ্ঠাঘাত জন্মে, সেই সেই কারণে হাতীর অন্য স্থানে স্ফীত হয়। তাহাকে বিষস্ফোট বলে। কোন স্থানের রক্ত দূষিত হইয়া আবদ্ধ থাকিলে ঐ স্থানেও বিস্ফোট হয়।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরের যে কোন স্থানে আঘাতাদি দ্বারা স্ফীত হইয়া অত্যন্ত গরম হয়, ঐ স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে টপ্ টপ্ শব্দ হয় এবং যন্ত্রণা অনুভব করে।

চিকিৎসা।

পৃষ্ঠ স্ফীত রোগের চীকিৎসান্যায় ইহার চীকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

শুশ্রূষা।

পৃষ্ঠ স্ফীত রোগে যাহা কর্ত্তব্য।

পথ্য।

পৃষ্ঠাঘাতে যে পথ্য ব্যবহার করা যায় তাহা।

চাড্ডা বা কুষ্ঠ ব্যাধি।

কারণ। যে কোন কারণবশতঃই হউক, হস্তী শরীরে আভ্যন্তরিক তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ।

মনুষ্যের যেরূপ কুষ্ঠ ও শিত্রী রোগ হয়, তদ্রূপ হাতীর শরীরে কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বারা ক্ষত না হইয়াও বিনা কারণে চামড়া শ্বেতবর্ণ স্থানে সর্ব্বদা ঘর্ম্মের ন্যায় এক রকম পদার্থ দ্বারা ভিজা থাকে। দিন দিন রোগ এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, প্রথম দিন যত টুকু স্থানে দৃষ্ট হয়, ২।৩ দিন পর দেখিলে দেখা যায় যে, তদপেক্ষা আট গুণ অধিক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ কাঁচা জল দ্বারা কুষ্ঠাক্রান্ত স্থান ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া তুতিয়া কালী চূণ ও রশুণ, একত্রে বাটীয়া লইয়া ঐ স্থানে দিতে হয়। ইহা দিলে, সে স্থানে ঘা হইবে, এবং দূষিত চামড়া উঠিয়া যাইবে। তৎপর আটাল মাটী, মাটিয়া তৈল ৴০ এক ছটাক, টার্পিণ ৴০ এক ছটাক, ছাপ ধূনা ৴০ এক ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘায় প্রত্যহ দুই বেলায় দিতে হইবে। তবেই উক্ত রোগ আরাম হইবে।

শুশ্রূষা।

রোগাক্রান্ত স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে, ও হস্তীকে কোন

প্রকার পরিশ্রম করান, (রৌদ্রোত্তাপ) ভোগান উচিত নহে। যেহেতু উহাতে আভ্যন্তরিক তাপের প্রবলতা হয়, তজ্জন্য ঘা, না সারিয়া বরং বৃদ্ধি হইতে হইতে থাকে। অতএব উক্ত রোগে হাতীকে সর্ব্বদা সুশীতল স্থানে, স্নিগ্ধকর আহারীয় দিয়া ঠাণ্ডাভাবে বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই রোগে অধিক পরিমাণ স্নান করাইতে হয়।

পথ্য।

স্নিগ্ধকর যাবতীয় দ্রব্য। বিশেষতঃ কদলী বৃক্ষ।

কুপথ্য।

যাবতীয় উষ্ণ এবং রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ ব্যবহার নিষেধ।

ধাত-রোগ।

কারণ। অতিরিক্ত রুক্ষতাই এই রোগের মূল কারণ। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হাতীকে স্নিগ্ধভাবে রাখিতে না পারিলে প্রায়ই এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ।

রীতিমত প্রস্রাব না হইয়া, পূঁজের ন্যায় ঘোলা রঙ্গের প্রস্রাব সর্ব্বদা কিছু কিছু পড়িতে থাকে এবং প্রস্রাবের দ্বারের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় কারণ লেজ দ্বারা তথায় মুহুর্মুহুঃ আঘাত করে। কখন কখন ভাতের ফেনের ন্যায় প্রস্রব করিতে দেখা যায়। এই সময়ে উপযুক্ত চীকিৎসাদি না হইলে শেষে রক্ত প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করে। ইহা নিতান্ত গুরুতর ব্যাধি ;— ইহাতে অতি সত্বর হাতি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা।

অম্ল দধি	৴১ এক সের।
হৈমন্তিক চিড়া	৴১ এক সের।
ছাপ চিনী	৴।০ এক পোয়া।
	(এই তিন দফ)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত সমস্ত দ্রব্য একত্র মাখিয়া প্রত্যহ দুই বেলায় কুচরায় ভরিয়া খওয়াইতে হইবে।

আধ পোয়া পরিমাণ কুল্‌থা, ৮।১০ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রতিদিন ২ দুই বেলা খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

প্রত্যহ ৩।৪ বার হাতীকে স্নান করাইতে হয় এবং স্নিগ্ধভাবে রাখিতে হয় ও রৌদ্রোত্তাপ না লাগে।

পথ্য।

কদলী বৃক্ষই ইহাতে উপযুক্ত পথ্য। দল ঘাস বা অপরিপক্ক ধানের গাছ ও দেওয়া যাইতে পারে।

কুপথ্য।

উষ্ণ বস্তু সেবন ও ব্যবহার অসঙ্গত।

জহর বাত রোগ।

কারণ।—মনুষ্যের "সান্নিক" সান্নিকের দোষে যেমন গলাহার, বক্ষ

বেদানা ও মস্তকের ফুলা প্রভৃতি রোগ জন্মে, হস্তীরও ঠিক সেই সেই কারণে উক্ত ব্যাধি হইলে তাহাকে জহর বাত বলে।

লক্ষণ।

স ন্নিকের দোষে শ্লেষ্মা জমিয়া, বক্ষে গলদেশে ও মস্তক প্রভৃতির নানা স্থানে আবদ্ধ হয় এবং স্ফীত হয়। ঐ রোগ গলায় হইলে, হস্তী পান ভোজন করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি রোগ প্রবল হইবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগের বিলক্ষণ যাতনানুভব করে এবং অচিকিৎসায় মৃত্যুও অসম্ভব নহে।

চিকিৎসা।

আণ্ডি সরাপ	।/০ এক পোয়া।
নিমের পাতার রস	।/০ এক পোয়া।
চিরতা	।৴০ আধ পোয়া।
হুকার জল	।/০ এক পোয়া।

(এই চারি পদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত চারিপদ ঔষধ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ স্ফীত স্থানের উপর প্রলেপ দিবে।

শুষ্ক বিষকচু	১ এক তোলা।

হিঙ্গ	১ এক তোলা।
গুড়	২ দুই তোলা।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে বাটীয়া খাওয়াইতে হইবে।

(উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

টাপিন	៸।০ এক পোয়া।
বিষমালা	៸।০ এক পোয়া।
বিষ কচু	៸।০ এক পোয়া।
হাড় জোড়া	៸।০ এক পোয়া।
বিষ কাঁটালী	៸।০ এক পোয়া।
রশুন	៸।০ এক পোয়া।
ছোট পিঁয়াইজ	៸।০ এক পোয়া।
ধানুয়া মরিচ	៸।০ এক পোয়া।
বারুত	៸।০ এক পোয়া।
ব্রাণ্ডি মদ	៸॥০ আধ সের।
	এই দশ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই দশ পদ ঔষধ একত্রে উত্তমরূপ বাটীয়া, পাতিলে করিয়া ৪ ঘণ্টা কাল রৌদ্রত্তাপে রাখিলে, যখন একটু পচা পচা মত হইবে তখন উঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, এবং প্রত্যহ ৩।৪ বার প্রলেপ দিবে।

শুশ্রূষা।

হাতীর শরীরে কোন প্রকার ঠাণ্ডা না লাগে এজন্য ঘরে বান্ধিয়া রাখা উচিত। স্নান বন্ধ করিতে হইবে। খাইবার জন্য গরম জল দেওয়া কর্ত্তব্য কোন রকমে পরিশ্রম করাইতে হইবে না।

পথ্য।

বাঁশ পাতা, বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি শ্লেষ্মা নাশক চারা।

কুপথ্য।

স্নিগ্ধকর যাবতীয় শ্লেষ্মা বর্দ্ধক দ্রব্য।

শুষ্ক জহর বাতব্যাধি।

কারণ। ভয়ে বিহ্বল হইলে অথবা অনভ্যাসিক শ্রম ও গুরুতর পরিশ্রম করাইলে, কি রীতিমত স্নান আহারাদীর বন্দোবস্ত না থাকিলে, কিম্বা অধিকক্ষণ রৌদ্রতাপ ভোগ করিলে, হস্তী দিন দিন দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। অথচ মাটী খাওয়া প্রভৃতি ব্যারামও হস্তী শরীরে লক্ষিত হয় না। তাহাই শুষ্ক জহর বাতের কারণ।

লক্ষণ।

হস্তী উল্লিখিত কারণ বশতঃ শুষ্ক জহর বাত রোগাক্রান্ত হইলে শেষে প্রায় পরিমাণে আহার করাইতে আরম্ভ করিলেও দিন দিন শীর্ণ ও জীর্ণ হইতে থাকে। অন্য কোন প্রকার ব্যাধি হইয়াছে বলিয়াও অনুভব হয় না। নব ধৃত হস্তীরাই প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

যেখানে আয়োজন আছে, যত্ন ও পরিচর্য্যাদির সুব্যবস্থা নাই, সেখানে পালিত হস্তী প্রায় এই রোগে পঞ্চত্ব পায়।

চিকিৎসা।

গব্যঘৃত	।/০ এক পোয়া।
খেজুরে লালী গুড়	।/০ এক পোয়া।
কাল লবণ	/০ এক ছটাক।
শুড় বচ	/০ এক ছটাক।
জয়ন্তী পাতা	/০ এক ছটাক।
ফিট্‌কারী	/০ এক ছটাক।
জাওন	/০ এক ছটাক।
কলী চুণ	/০ এক ছটাক।
	মোট আট পদ।

(পরীক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই আট পদ ঔষধ একত্র ভালরূপ মিশ্রিত করতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যায় সময় এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে। রোগ প্রবল হইলে প্রাতঃকালেও এক তোলা খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হস্তীকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধভাবে রাখা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অন্য কোন ব্যায়াম

উপস্থিত না থাকিলে হাতীকে প্রত্যহ পরিষ্কার শীতল জলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্নান করাইবে। কিন্তু সর্দ্দিগর্ম্মি না জন্মে তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন প্রকার পরিশ্রম করাইবে না। কোন রকমে ভয় না পায়। সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিতে রাখিবার চেষ্টা ও স্নিগ্ধকর প্রচুর আহার্য্য সর্ব্বদা দিতে হইবে।

পথ্য।

অপরিপক্ক ধানের গাছ, কদলী বৃক্ষ ও শিশির সিক্ত শাহা ভাত /২ দুই সের প্রত্যহ প্রাতে কুচরায় করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

কুপথ্য।

অতিশয় রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

রস বাতব্যাধি।

কারণ। গুরু ভার বহন, অধিক পরিশ্রম কি অপরিশ্রম ও দূরপথ গমন প্রভৃতি কারণবশতঃ রুক্ষতার সময় সুবিশ্রাম না করিতেই যদি হাতীকে স্নিগ্ধকর দ্রব্য কলা গাছ ও কদর্য্য জল খাওয়ান যায় কি স্নান করান যায়, তবে মানুষের বাত ব্যাধির ন্যায় হস্তী শরীরে রসবাত জন্মে।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরে স্থানে স্থানে স্ফীত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয় স্পর্শ করিলেই বেদনা স্থানে কষ্টানুভব করে। পায়ে ঐ ব্যারাম হইলে হাতীর চলাচল শক্তি রহিত হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

রসমাণিক্য ১ এক তোলা।

রস সিন্দুর	১ এক তোলা।
ধানুয়া মরিচ	৴০ এক ছটাক।
সমুদ্র ফেণা	১ এক তোলা।
গোলমরিচ	১ এক তোলা।
ঘৃতকুমারী পাতার শাঁস	৷৴০ আধ পোয়া।
	একুনে ছয় পদ।

(পরীক্ষিত ও উৎকৃষ্ট)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ছয় পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপে মিশাইয়া ঘটায় ঘটায় প্রতিদিন রৌদ্রের সময় প্রলেপ দিবে।

কর্পূর	১ এক তোলা।
মজুনার ছাল	১ এক তোলা।
নাটার বিচি	২ দুই টা।
হিঙ্গ	১ এক তোলা।
রস মাণিক্য	৪ চারি রতি।
কুচিলা পোড়া	১ একটা।
	ছয় পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

মহিষের গোবর	।০ এক পোয়া।

লবণ	।/০ এক পোয়া।
আকন্দের পাতা	।/০ এক পোয়া।
	তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ৩।৪ সের জলে জাল দিয়া নামাইয়া, শরীরে সহ্য হয়, এমন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে স্ফীত স্থানে স্বেদ দিতে হয়।

শিমুল খার	। এক সিকি।
খার মশলা	১ এক তোলা।
শুলঞ্চ	১ এক তোলা।
আদা	১ এক তোলা।
লবণ	/০ এক ছটাক।
	এই পাঁচ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত পাঁচ পদ ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

স্ফীত কি বেদনা স্থানে গরম জলের তাতার দিতে হইবে, এবং হাতীর কাঁচা নাদা (বিষ্ঠা) গরম করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিতে হইবে। দিন দিন রোগের বৃদ্ধি দেখিলে স্নান ও মিষ্টাহার বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

পথ্য।

বাঁশ পাতা, যাবতীয় আহার্য্য বৃক্ষের ডাল চারা।

কুপথ্য।

কদলী বৃক্ষ।

কনট বাতব্যাধি।

কারণ। চিকিৎসাদির ক্রটীতে রসবাত একেবারে সারিয়া না গিয়া, হস্তী শরীরে যে কোন অংশে আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা দায়ক হয়, এবং সে স্থান ফুলিয়া উঠে। এতদবস্থাতেও যদি সুচিকিৎসা না হয় তবে কনট বাতরোগ রূপে পরিগণিত হয়।

লক্ষণ।

দৈবাৎ হাতীর যে কোন অঙ্গ স্ফীত হয় ও সেই স্ফীত স্থানের বেদনায় ম্লান হইয়া যায়। গমনাগমন করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

চিকিৎসা।

সোরা	১ এক তোলা।
পানপাতা আলোয়া	১ এক তোলা
গোগর কাষ্ঠী	১ এক তোলা।
শিমুল খার	১ এক রতি।
	মোট চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত চারি পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মিশাইয়া খাওয়াইবে।

শুশ্রূষা।

স্নস বাতব্যাধির শুশ্রূষার ন্যায়।

পথ্য।

স্নস বাতব্যাধির অনুরূপ।

কুপথ্য।

স্নস বাতব্যাধির অনুরূপ।

গিরা বাতব্যাধি।

কারণ। কপট বাত হস্তী শরীরের যে কোন সন্ধি স্থানে সংস্থাপিত হয়, এবং উহা দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিলে সে স্থানের রক্ত মাংস দূষিত করে ইহাতে পায়ণাবে নালী বা হওয়াও অসম্ভব নহে।

লক্ষণ।

রোগাক্রান্ত স্থান ফুলে এবং সর্ব্বদা ঐ ফুলা স্থানের ক্লেশে হাতী স্ফূর্ত্তি বিহীন হয়, চলাচল করিতে নিতান্ত কষ্টানুভব করে। আহারেও তত রুচি থাকে না।

চিকিৎসা।

মাকাল (মহাকালের শীকড়)	১ এক তোলা।
ভঁইটের শীকড়	১ এক তোলা।
গুজরাতী	১ এক তোলা।
পান	১ এক তোলা।
চোরমুরা	১ এক তোলা।

পুরাতন ছিমের শিকড়	১ এক তোলা।
লবণ	১ এক তোলা।
	সাত পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এক সের চিড়া ও এক সের দধির সহ উক্ত সাত পদ ঔষধের উত্তম চূর্ণ করতঃ একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

শুশ্রূষা।

রস বাতব্যাধির ন্যায়।

পথ্য।

রস বাতব্যাধিতে যে যে পথ্য ব্যবস্থা হইয়াছে।

কুপথ্য।

রস বাতব্যাধির অনুরূপ।

গরমী ঘা।

কারণ। প্রখর রৌদ্রোত্তাপে হস্তীর শরীরের রক্ত গরম হইলে, সেই

তেজ অসহণীয় হইয়া চর্ম্মের উপর ফোস্কা পড়ে। ক্রমে ঐ ফোস্কা পাকিয়া ঘা হইয়া উঠে। এই ঘা, শুণ্ড, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলেই অগ্রে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তখন সুচিকিৎসা না হইলে, চক্ষুতে ঘা হইয়া হাতীর চক্ষু পর্য্যন্ত নষ্ট করে। শুণ্ড, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলে যে শ্বেতবর্ণ ছীট্ (দাগ) দেখা যায়, তাহা গরমী ঘায়ের চিহ্ন।

লক্ষণ।

শুণ্ড, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলে, অগ্নি দগ্ধ ফোস্কার ন্যায় ফোস্কা উঠিতে আরম্ভ হয়। এই যন্ত্রণায় হাতী ছটফট করে। সর্ব্বদা শুণ্ড দ্বারা মুখ হইতে জল লইয়া পুনঃ পুনঃ বক্ষঃস্থলে ও কর্ণে সিঞ্চন করিতে থাকে। রোগ প্রবল হইলে ঐ ফোস্কা পাকিয়া পুঁজ বাহির হয়।

চিকিৎসা।

ইসব গুল	১ এক তোলা।
কুতিলা	১ এক তোলা।
সাঁচীচিনী	১ এক তোলা।
আত যোড়া	১ এক তোলা।
	মোট চারি পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত চারি পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

বাওবিরিঙ্গ ১ এক তোলা।
সাবান ৴০ এক ছটাক।
হুঁকার জল ৴১ এক সের।
তিন পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মিশাইয়া, তদ্দ্বারা ঘা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

চিকিৎসা।

জারক লবণ ৴০ এক ছটাক।
চিকিণা মাটী ৴১ এক সের।
এই দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ দুই পদ ঔষধ একত্র করিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিতে হইবে।

লালী গুড় ৴০ এক ছটাক।
পাপড়ী খয়ের ৴০ এক ছটাক।
মসীর ছাই ৴০ এক ছটাক।
খয়ের ১ এক তোলা।
চূণ ১ এক তোলা।
এই পাঁচ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত পাঁচ পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘাতে প্রলেপ দিবে।

লজ্জাবতী লতা	১/০ এক ছটাক।
আলক লতা	১/০ এক ছটাক।
মালভোগ কলা	১/০ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	১/০ এক ছটাক।
কবুতরের রক্ত	১/০ এক ছটাক।
	পাঁচ পদ।

(পরীক্ষিত ও আশু ফলপ্রদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ একত্র মিশাইয়া, ঠাণ্ডা জল দ্বারা ঘা পরিষ্কার করতঃ প্রত্যহ ২ বেলায় ঘাতে এই ঔষধের প্রলেপ দিতে হইবে।

এক ছটাক কুতলা, ৮।১০ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা খাওয়াইতে হইবেক।

শুশ্রূষা।

হাতীকে সর্ব্বদা সুশীতল স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ৩।৪ বার গভীর জলাশয়ের শীতল জলে অবগাহন করাইয়া তৃণমুষ্টি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঘঁসিয়া দিতে হইবে এবং পরিশ্রম করাইবে না।

পথ্য।

কেবল কদলী বৃক্ষ, দল ঘাস ও অপরিপক্ক ধানের গাছ।

কুপথ্য।

রুক্ষ চারা।

রশার দাগের ঘা।

কারণ। হস্তীকে বিশ্রাম স্থানে বন্ধন করিবার সময়, হস্তীস্বামীর অনবধানতাপ্রযুক্ত মাহুতগণের শৈথল্যে হাতীর পায়ের ঠিক এক স্থানে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া অধিকক্ষণ রাখিলে, কি হাওদা, চারজমা, ও গদি কসিয়া অধিককাল রাখিলে হস্তীর শরীরের চামড়া কাটিয়া ঘা হয়।

নব ধৃত হস্তীর এইরূপ ঘা অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া থাকে। এমন কি গলায় বিশেষতঃ ঘাড়ে ৫।৬ ইঞ্চি ও পায়ে ৩।৪ ফুট বিস্তৃত ঘা হয়। ঐ ঘায়ের গভীরতাও ৩।৪ ইঞ্চি হইতে দেখা গিয়াছে।

লক্ষণ।

পুরাণা হাতীর মাহুতের দোষে এবং নূতন হাতীর বৃথা পরিত্রাণ পাই-বার চেষ্টায় আবদ্ধ রজ্জু টানাটানি করিলে, পায়ে, পৃষ্ঠে, পঞ্জরে, বক্ষে গলায় ও ঘাড়ে ঘা হয়। প্রথমতঃ রস, ক্রমে পুঁজ নির্গত হয় এবং দুর্গন্ধ বিস্তার করে। উপযুক্ত চিকিৎসাদি না হইলে, ঐ ঘায়ে পোকা জন্মে।

চিকিৎসা।

ভাল চিক্কণ মাটী	৴২ দুই সের।
তার্পিণ তৈল	৴।০ এক পোয়া।
মাটীয়া তৈল	৴।০ এক পোয়া।
	তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

প্রথমতঃ ঐ ভাল চিক্কণ মাটীর কাপড় ছেঁকা চূর্ণ দুই সের, ।/৪ চারি সের পরিষ্কার জলে গুলিয়া লইয়া, হাঁড়ীতে করিয়া জ্বাল দিতে হইবে। যখন জ্বাল দেওয়াতে ঘন হইয়া আসিবে তখন অগ্ন্যুত্তাপ হইতে নামাইয়া তাহাতে উক্ত টার্পিণ ও মাটীয়া তৈল মিশ্রিত করতঃ কোষ্টার তুলিকা দ্বারা ঈষৎ উষ্ণতা থাকিতে প্রত্যহ ২.৩ বার ঘায়ে প্রলেপ দিবে।

শুশ্রূষা।

গরম জলের পীচকারী দ্বারা প্রত্যহ ২।৩ বার ঘা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঘাতে রসা, কি, শৃঙ্খলাদির ঘর্ষণ কিম্বা আঘাত না লাগে এরূপে কৌশলে ঐ ক্ষত স্থানের পার্শ্বে বন্ধন করিতে হইবে।

পথ্য।

আহার্য্য দ্রব্য মাত্রই।

ক্ষত ঘা।

কারণ। মাহুতগণের অসতর্কতাবশতঃ অস্ত্র দ্বারা, কিম্বা জঙ্গল ভাঙ্গাইতে সুতীক্ষ্ণ বৃক্ষ শাখার আঘাতে হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

ক্ষতস্থানে রক্তপাত হয়, ক্রমে তাহাতে বায়ু সংস্পর্শে পাকিয়া বেদনা হয়। সদ্য প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে, ঐ ঘা বৃহৎ ঘা রূপে পরিণত হইতে থাকে।

চিকিৎসা।

দূর্ব্বা ঘাস এক তোলা।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঘাস মানুষের দ্বারা উত্তমরূপে চিবাইয়া ক্ষত হইবা মাত্র তথায় পটী দিলে বেদনা কমিবে এবং ঘা হইতে দিবে না। কিন্তু ঐ ক্ষত স্থানে কোন প্রকারে জল স্পর্শ হইতে না পারে তৎপক্ষে সাবধান হইতে হইবে।

ক্ষত স্থানের সীমানুরূপ একখানি কানিতে কিঞ্চিৎ আফিং পটী মাখাইয়া প্রস্তুত করতঃ লাগাইলে ঘা শুষ্ক ও ক্ষত স্থান জোড়া লাগিবে এবং আফিংএর পটী আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান যেন ক্ষত স্থানে জলস্পর্শ না হয়।

শুশ্রূষা।

নিমের পাত সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা প্রত্যহ দিনে ৩।৪ বার ঘা পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং ক্ষত স্থানে কোন প্রকার আঘাত না লাগে।

পথ্য।

সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য।

কাঁড়ী ঘা।

সাত প্রকার।

যথা—কণকা ঘা, কুচীয়া কোর, ঘুগড়িয়া, পদ্মনাল, ঢেঁচুড়া; পায়ের তলার ঘা।

কারণ। হস্তীর পা সর্ব্বদা জল, পঙ্কিল, মল ও মুত্রাদি দ্বারা অপরিষ্কার ভিজা থাকিলেই পায়ের রক্ত দূষিত হইয়া এই সকল ঘায়ের উৎপত্তি হয় এবং কোন কোন হাতী শুষ্ক পথে থাকিলেও তাহার পা ঘামিয়া ঐ সমস্ত ঘা জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।

পায়ের তলার চামড়ার উপরে যে ঘা হয়, তাহাকে ক্ষণকা ঘা বলে। ইহাতে হাতী চলাচল করিতে অত্যন্ত কষ্ট প্রকাশ করে।

পায়ের নখের ফাঁকের মধ্যে মধ্যে যে ঘা হয়, তাহাকে চালনীয়া বা ছান্দন ঘা বলে। এই ঘা হাতীর পা নষ্ট করিয়া ফেলে।

পায়ের তলায় চামড়ার নীচে নীচে, ঘুরঘুরিয়া কীটের মাটীর নীচ দিয়া যাওয়া পথের ন্যায় ক্রমে ঘা বিস্তৃত হইয়া পড়াকে ঘুগরীয়া ঘা বলে। এই ঘার রীতিমত চিকিৎসাদি না হইলে পায়ের তলার চামড়া খসিয়া পড়ে, এবং হস্তী অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ঐ ঘা হইলে চর্ম্মের তলে তলে থাইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে হস্তীর জীবনকেও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

ঘুগরীয়া ঘা চামড়ার নীচে নীচে রক্ত মাংস নষ্ট করিয়া গভীরতার সহিত পায়ের উপর পর্য্যন্ত বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে কুটীয়া কোর ঘা বলে। ইহাতেও হস্তী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই সকল চামড়ার নিম্নগামী ঘা হইলে যে স্থানে ঘা হয় সে স্থানের চামড়ার উপর স্ফীত হয়, এবং হস্তী চলিতে অক্ষম হয়। মানুষে সে স্থান টিপিলে নীচে ঘা আছে বলিয়া বিলক্ষণ অনুমান হয়।

হস্তীর পায়ের নীচে পদ্মের খোচা বা বোলতার চাকের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত একপ্রকার ঘা চামড়ার উপরে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ মানুষের পায়ে কাদায় খাইলে কি বয়ড়া নামক ব্যাধি হইলে যেমন ঘা হয়, তদ্রূপ ঘা হইলে তাহাকে পদ্মনাল ঘা বলে। ইহাতেও হাতী চলাচল করিতে পারে না, এবং করানও উচিত নহে।

পায়ের নখের উপরে ও নখচন্দ্রের ভিতরে যে ঘা হয় তাহাকে চেঁচুড়া ঘা বলে। ইহাতে হাতী চলাচল করিতে পারে কিন্তু কোন প্রকার কঠিন বস্তুর আঘাত বা ঠোক্কর লাগিলে অধিক ক্লেশানুভব করে। তখন চলিতে ইচ্ছা করে না।

পায়ের তলার চামড়ার উপরে প্রায় এক প্রকার সামান্য ক্ষুদ্র ঘা হইয়া থাকে তাহাকে পায়ের তলার ঘা বলে। ইহারও চিকিৎসা না করিলে নালী হইতে পারে।

ক্ষণিকা ঘায়ের চিকিৎসা।

পুঁইয়া মৎস্য	এক তোলা।
জোঁকের মাথা	এক তোলা।
কাঁচা অর্থাৎ জীবিত সামুক ভস্ম	১ এক তোলা।
লবঙ্গ ভস্ম	১ এক তোলা।
	এই চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ চারি পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া, ঘা পরিষ্কার করিয়া দিবে, এবং ঔষধ দেওয়ার পর হস্তীকে কোন স্থানে চলাচল করিতে দিবে না।

চালনীয়া ঘা চিকিৎসা।

ময়দা	০ এক ছটাক।

মাখা তামাক /০ এক ছটাক।
ইংরেজী বারুদ /০ এক ছটাক।
মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঘা ধৌত পূর্ব্বক তিন পদ ঔষধ একত্রে উত্তমরূপ মিশাইয়া ঘাতে পটী দিবে। ঔষধ দেওয়ার পর হাতীকে কোন স্থানে চলাচল করিতে দিবে না।

ঘুপরীয়া ঘা চিকিৎসা।

সাবান, জলে ঘসা ফেণা /০ এক ছটাক।
ঘোড়ার বিষ্ঠা /০ এক ছটাক।
হুঁকার জল /০ এক ছটাক।
পুরাণা বস্ত্র ভস্ম /০ এক ছটাক।
চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ একত্র মিশাইয়া ঘায় লাগাইয়া দিবে।

কুচিয়াকোর ঘার চিকিৎসা।

গোল মরিচ ।/০ এক পোয়া।

টাকি মাছের মাথা	১ এক তোলা।
নারিকেলের পুরাণা হুকা ভস্ম	১ এক তোলা।
ক্ষারক লবণ	১ এক তোলা।
লবঙ্গ ভস্ম	১ এক তোলা।
হরিণের লোম ভস্ম	১ এক তোলা।
	ছয় পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘায়ে পটী দিবে।

পদ্মনাল ঘা চিকিৎসা।

ছুরার খাপ্‌রি	।৴০ এক ছটাক।
খরগোশের মাংস	।৴০ এক ছটাক।
হুঁকার কাই	১ এক তোলা।
ভেরেণ্ডার (জোমাল গোটা) আঠা	১ এক তোলা।
	এই চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ চারি পদ ঔষধ একত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে প্রত্যহ ৩।৪ বার ঘায়ে ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে তাড়ার দিবে।

চেঁচুড়া ঘা চিকিৎসা।

হরিদ্রা চূর্ণ এক তোলা ও বাও বিরিঙ্গ চূর্ণ ১ এক তোলা, পুরাণা কাপড়ে পল্‌তার ন্যায় জড়াইয়া ঐ পলতার আগায় আগুণ ধরাইয়া ঐ অগ্নি দ্বারা ঘা পুনঃ পুনঃ পোড়াইয়া দিতে হইবে।

পায়ের তলার ঘা চিকিৎসা।

শুঁঠির পুরাণা আবির	৵৹০ আধ পোয়া।
সৈন্ধব লবণ	৵৹০ আধ পোয়া।
ইংরেজী বারুদ	৵৹০ আধ পোয়া।
গব্য ঘৃত	৵।০ এক পোয়া।
খাসীর তৈল	৵।০ এক পোয়া।
কর্পূর	৲০ আধ ছটাক।
	ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঔষধি একত্রে মিলাইয়া ঘায়ে দিয়া লোহা গরম করতঃ তাহার উপরে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র আঘাত দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। কিন্তু ঔষধ দিবার পূর্ব্বে ঘা ভালরূপে ধোয়াইয়া জল পুছিয়া উঠাইবে।

এই ঔষধ সকল প্রকার কাঁড়ী ঘায় দিবে।

বিছাতীর কুশী ভস্ম	১ এক তোলা।
কণক ধুতুরার কুশী	১ এক তোলা।

ভেলার আঠা	১ এক তোলা।
	এই তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত তিন পদ ঔষধ ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া ঘায়ে দিবে।

কুচিলা	/॥০ আধ সের।
গুড়	/॥০ আধ সের।
আলকাতরা	/১ সের।
তার্পিণ	/।০ এক পোয়া।
	চারি পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ /১ সের সরিষার তৈলে জ্বাল দিয়া /১ এক সের থাকিতে নামাইয়া প্রথমতঃ ঘা ধোয়াইয়া তাহাতে কাঁচা লঙ্কা মরিচ বাটীয়া লাগাইয়া ১ ঘন্টা পরিমাণ রাখিয়া তৎপরে উহা ভালরূপ পুঁছিয়া ঐ তৈল দিতে হইবে

নালী ঘা।

কারণ। যে কোন কারণবশতঃ হস্তী শরীরের কোন স্থানে ঘা হইয়া অধিক কাল সেই ঘা স্থায়ী হইলে, সে স্থানের রক্ত মাংস দূষিত পুঁজের দ্বারা ক্রমে নষ্ট হইতে থাকে এবং চর্ম্মের উপর ঘায়ের মুখ প্রায় বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু মাংসের নীচে নীচে যাইয়া পরিশেষে অস্থিমধ্যেও প্রবেশ করে।

লক্ষণ।

চর্ম্মের নীচ দিয়া মাংস নষ্ট করিতে করিতে ক্রমে বিস্তৃত হয়। চর্ম্মের উপরে সামান্য ছিদ্র দ্বারা সর্ব্বদা কিছু কিছু পুঁজ নির্গত হয়। মানুষে হাত দিয়া টিপিলে কষ্টানুভব করে। ভিতরে ঘা হইয়াছে টের পাওয়া যায়। কখন কখন, ঘা আছে বলিয়াও বোধ হয় না।—তাহার কারণ এই যে, ক্লেদে একবারে ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মনোযোগের সহিত দেখিলে চর্ম্মের নীচে ফাঁকা অনুমান হয়।

চিকিৎসা।

পারা	২ দুই তোলা।
রস মাণিক্য	১ এক তোলা।
মুদ্রা শঙ্খ	১ এক তোলা।
বটের আঠা	১ এক তোলা।
হিঙ্গুল	১ এক তোলা।
গব্য ঘৃত	/॥০ আধ সের।
	এই ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ছয় পদ ঔষধ পীতলা বগুনায় রাখিয়া অপর একটা ছোট পীতলা বাটী দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া অর্থাৎ পারার সমস্ত দানা ভাঙ্গিয়া লইয়া প্রত্যহ ৩৪ বার ঘা পরিষ্কার রূপে ধোয়াইয়া ক্ষত স্থানের উপরে মালিষ করিতে হইবে। এবং ঘায়ের সিকি পরিমাণ ভিতরে ঔষধ পুরিয়া পটী দিতে হইবে।

ঘায়ের শুশ্রূষা।

ইষ্টক নির্ম্মিত পরিষ্কার, শুষ্ক, শীতলও সমতল স্থানে হস্তীকে রাখিতে হইবে এবং সে স্থানে মল মূত্রাদি স্থায়ী হইতে না পারে। তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা দিবসে ২।৩ বার ঘা পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পরিশ্রম কম করাইতে হইবে, ও উচিত নিয়মে ঔষধাদি প্রস্তুত করতঃ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করাইবে।

পথ্য।

কদলী বৃক্ষ ভিন্ন সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য।

বসন্ত রোগ।

কারণ। এই রোগে সংক্রামক ও স্পর্শ ক্রমিক উভয়বিধ ধর্ম্মই ইহাতে বিদ্যমান আছে মনুষ্য ও গবাদি অন্যান্য জন্তুর যে কারণবশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে, হস্তিরও ঠিক সেই কারণবশতঃ বসন্ত রোগ জন্মে। কিন্তু সচরাচর হস্তীকে, এই রোগাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

লক্ষণ।

আলস্য, কম্প, লোমাঞ্চ, মুখ গহ্বর, কাণ ও ক্ষাণ জড়সড় হয় এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচী, পিপাসা, হাই, পৃষ্ঠও স্কন্ধের বেদনা শ্লেষ্মা লেপিত মল নির্গত হয়। কখন শীত ও কখন গ্রীষ্মানুভব করে, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে থাকে। চক্ষু পেঁচুলায়। রোগ বৃদ্ধি হইলে কম্প বৃদ্ধি, আহার বন্ধ, ঢোক গিলিতে কষ্ট জ্ঞান করে।

চিকিৎসা।

কর্পূর	১।৹ দেড় তোলা।
সোরা	১।৹ দেড় তোলা।

ধুতুরার বিচ	৫ সিকি কাঁচ্চা।
চিরতা	১৸৹ দেড় তোলা।
ব্রাণ্ডি সরাপ	৵৹ আধ পোয়া।
	এই পাঁচ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ পাঁচ পদ ঔষধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় হাতীকে খাওয়াতে হইবে। রোগের প্রথমাবস্থায় ঐ ঔষধ দিতে না পারিলে, রোগ প্রবল হইয়া উঠিলে, দেড় তোলা মাজু ফলের কাপড় ছেঁকা চূর্ণ মিশ্রিত পূর্ব্বক উক্ত ঔষধ প্রতি বার ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে দাস্ত বন্ধ হইবে।

চা-খড়ির চূর্ণ	৭॥৹ সাড়ে তোলা।
পলাশ গোঁদ	১॥৹ দেড় তোলা।
আফিম	৸৹ বার আনা।
চিরতার চূর্ণ	২॥৹ আড়াই তোলা।
	একুনে চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধের কাপড় ছাকা চূর্ণ করিয়া তাহাতে দুই ছটাক সরাপ মিশ্রিত করিয়া, ভাতের মাড় /২ দুই সের সহ মিশাইয়া খাওয়াইলে ধারক ও অম্ল নাশক হইবে। হাতীর আমের পীড়াতে আফিং খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

শুশ্রূষা।

রোগের প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ মল নিঃসারণ না হয় ততক্ষণ জল খাইতে দেওয়া যায়। দাস্ত হইলে পিপাসার সময়, ভাতের ঠাণ্ডা ফেণ অল্প পরিমাণে ক্রমশঃ দিতে হইবে। দাস্ত বন্ধ হইলে আর ঔষধ খাওয়াইতে হইবে না। রোগের প্রথমাবস্থায় হস্তীর আভ্যন্তরীক আমাদি বহির্গত করিবার জন্য ঈষদুষ্ণ জল ও তৈল একত্র করিয়া শুন্ডায় দিনে ২।৩ বার গুহ্য দ্বারে পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তরল মল বাহির হইলে পিচকারী দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

পথ্য।

অপরিপক্ক ধান্য বৃক্ষ, নল্য কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করাইবে। অশ্বত্থ শাখা ও ভাতের মাড় দেওয়া যাইতে পারে।

ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরের দংশন।

কারণ। তদন্ত রহিত অনাবৃত ও অপরিষ্কার স্থানে বান্ধিয়া রাখিলে, কিম্বা অসতর্ক মাহুত কর্ত্তৃক চলাচল অবস্থাতেও দংশন করে।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরে ভালরূপ পরিদর্শন করিলে, শুণ্ড; পুচ্ছ ও পদে যেখানেই হউক ক্ষত চিহ্নের সহ রক্ত দৃষ্ট হয়। নিষ্কারণে হস্তী শরীরে রক্তপাত দৃষ্ট করিলে, শৃগাল কি কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছে অনুভব করিতে হইবে উক্ত অনুভব করিতে না পারিলে ত্রিপক্ষ মধ্যে বা অন্তে হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহা হইলে অসাধ্য ব্যাধি বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।

১। (ক) হাটের খোলা (চাড়া) বাড়ুনের কাটী বা শলা তিনটা পোড়াইয়া উক্ত খোলার সহিত মিশ্রিত করিয়া খুদিমণী বা টাকিমণীর পাতার সহিত বাটীয়া ক্ষত স্থানে লাগাইতে হইবে। আপন হইতে ক্ষত আঁটীয়া গেলে আর ঔষধ তুলিয়া ফেলাইতে নাই।

(খ) বনের শিকড় (দেশ বিশেষে ইকড় বা মধুয়া বলে) আদার রসে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হইবে।

২। রক্ত দ্রোণ পুষ্পের পাতা পরিষ্কার চিনির সহিত বাটীয়া সেবন করাইবে। আধ তোলা পরিমাণ।

৩। ধুতুরার পাতার রস পরিষ্কার চিনি সহযোগে ১ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইবে এবং নাকে নস্য লওয়াইবে, মত্ততা অর্থাৎ নেশাপ্রযুক্ত মুখে গোল্‌লা উঠিলে আর ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ। তখন জানা যায় উপকারের আশা আছে। গোল্‌লা না উঠিলে আরক্ত মত্ততা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৪। কুকুর বা শৃগাল কর্তৃক ক্ষত স্থানে আকন্দের আটা শিমুল তুলা দ্বারা খুব চাপিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিতে হইবে।

সর্পাঘাত।

কারণ। হস্তীকে শৃগাল ও কুকুরে যে প্রকারে দংশন করে, সেইরূপ সর্প ও বৃশ্চিকাদি ও দংশন করিতে পারে। অধিকন্তু মূঢ় কি স্বেচ্ছাচারী মাহুত দ্বারা জঙ্গলে ঘাঁস পাতাদি ও বিলে দল চারাদি হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া পৃষ্ঠোপরি শয়ন করতঃ বিভোর নিদ্রা গেলেও সর্পাদি কর্তৃক হস্তী শরীরের কোমল স্থান, শুণ্ডে, পেটে কাণে, গণ্ডে ও চক্ষে দংশিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরের যে কোন স্থানে ক্ষত ও রক্তপাত দৃষ্ট হয়, হাতীর স্ফূর্তি কমিয়া যায় এবং কতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে করিতে হাতী ভূতলশায়ী হয়। পরিশেষে মল মূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফুলিতে থাকে, আর গাকে মুখে ফেণা পড়িতে আরম্ভ হয়। কাণ হেলিয়া পড়ে। শুঁড় গুটাইয়া লয়। ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সর্পাঘাত চিকিৎসা।

জয়পালের বীজের শাঁস (কাঁচা) বাটীয়া চন্দনের মত করিয়া জলে গুলিয়া পরে ঐ পিষিত জয়পাল কাজলের মত করিয়া হস্তীর চক্ষে দিতে হইবে। দুই তিন বার এরূপ দিলেই হস্তী আরাম হইবে। এই ঔষধ নিতান্ত শেষ অবস্থায় ব্যবহার করান যায়।

(*অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ও পরীক্ষিত)

শিবশক্তি নামক গাছের (এই গাছ প্রায়ই পাহাড় এবং জঙ্গলময় স্থানে হইয়া থাকে) ফলের মধ্যস্থিত শাঁশ বাঁটীয়া হস্তীকে খাওয়াইবে এবং দংশিত স্থানে লাগাইবে ইহাতে সকল প্রকার সাপের বিষই নষ্ট হইয়া থাকে।

এক তোলা পরিমাণ শ্বেত চিতার মূল লইয়া আধখানি পিপুলের সহিত ঠাণ্ডা জলে বাটীয়া হস্তীকে খাওয়াইবে এবং ক্ষত মুখে লাগাইয়া দিবে। গুক্ষুরা সাপে কামড়াইলে ইহাতে বিশেষ উপকার করে।

সজিনার বীজ, শিরীষের রসে বাটীয়া দৃষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে হস্তী আরাম হয়।

অকুশা বেল গাছের শিকড় যাঙ্গ রতি, কাঁটানটের শিকড় ও পাতা

চারি আনা, অশোক ছাল ।৵০ আনা কণক ধুতুরার শিকড় ।৵০ আনা এবং অহিফেণ চারি আনা, সমুদয় দ্রব্য একত্রে লইয়া উত্তমরূপে বাটিবে, পরে ঐ পেষিত বস্তু চারি ভাগ করিয়া প্রতিক্ষত মুখে এক এক ভাগ লাগাইবে। ইহাতে সর্পদষ্ট হস্তী শীঘ্রই আরাম হয়।

বেড়েলার ৩।৪ খানি শিকড় পানের সহিত চিবাইয়া দংশিত স্থানে শিটীগুলি পুলটিসের মত লাগাইয়া দিবে। এরূপ করিলে দংশিত স্থান হইতে বিষ নির্গত হইয়া যাইবে। অপর লোক চিবাইয়া দিবে। যে চিবাইবে তাহার কোন অপকারই হইবে না।

হস্তীর পায়ে কাঁটা কিম্বা খোঁচা লাগিলে তাহার চিকিৎসা এবং দাঁত ও নখ বেশী হইলে তাহা কাটিবার উপায়।

হাতী রাস্তা চলিতে কিম্বা কণ্টকময় স্থানে গমনাগমন করিতে যদি পায়ে কাঁটা লাগে, তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা অথবা সন্না দ্বারা কিম্বা কোনরূপ চিমটা দ্বারা সে কাঁটা বাহির করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। যদি ঐ কাঁটা ধরিবার কোনরূপ উপায় না হয়, তবে ঐ স্থানে ছুরী দ্বারা চিরিয়া কণ্টক বা খোঁচা নির্গত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ অধিক দিবস ঐ স্থানে কাঁটা আবদ্ধ থাকা হেতুক ঐ স্থানের রক্ত আবদ্ধ হইয়া পায়ে ঘা হওয়া অসম্ভব নহে।

হস্তীর পায়ের নখ অপরিমিত বৃদ্ধি হইলে ঘোড়ার পায়ের খুর কাটার অস্ত্র দ্বারা অথবা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা নখের বৃদ্ধি ভগ্নাংশ কাটিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ রক্ত চলাচলের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

হস্তীর দাঁত অপরীমিত বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ মৃত্তিকার নিকটবর্ত্তী কিম্বা

উভয় দন্তের অগ্রভাগ একত্র সংযোগ হইয়া হস্তীর শুণ্ড উত্তোলনের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। হস্তীর দন্ত অসমান (উচ্চ নীচু) হইলে সম্ভবতঃ এবং বিবেচনামত কাটিয়া সমান এবং যাহাতে দেখিতে সুশ্রী হয়, এরূপ করিয়া দেওয়া উচিত। হাতীর দাঁত সাধারণতঃ তিন ভাগের দুই ভাগ রাখিয়া অগ্র ভাগ কাটা যাইতে পারে। ঢোকমা কিম্বা পালঙ্ক দাঁতাল প্রভৃতির যে সকল দাঁত অধিক লম্বা হয় না, ঐ সকল দাঁত প্রায়শঃই এ নিয়মে কাটা অসম্ভব। কারণ এস্থলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ সকল হস্তীর দাঁত কাটা উচিত। নচেৎ দন্তের ফাঁকা স্থান কাটা যাইয়া দন্তের মধ্যস্থিত মজ্জা বহির্গত হইলে অনবরত রক্তস্রাব হইয়া এমন কি ঐ দন্তে ঘা পর্য্যন্ত হইয়া হস্তী মারাপড়াও বিচিত্র নহে। এই জন্য একেবারে অধিক দূর যথা করিয়া দাঁত না কাটিয়া ক্রমান্বয়ে ২।৩ খণ্ড করতঃ দাঁত কাটান উচিত। মনুষ্যের যেরূপ হস্ত পদাদির অঙ্গুলীর নখ বৃদ্ধি হইলে, বৃদ্ধি অংশ সহজেই অনুভব করা যায়, তদ্রূপ বহুদর্শী হস্তীপালক ও মাহুতগণ অনায়াসে দন্তের বৃদ্ধি অনুভব করিতে পারে।

ফল কথা; দন্তের ফোঁপা অংশ না কাটিয়া দন্তের নীরেট অগ্রভাগ যতদূর থাকে তাহা কাটিলে ক্ষতি হয় না।

হস্তীর দন্ত কাটিতে হইলে, যাহাতে উহারা সুশ্রীর ব্যাঘাত না হয়, এরূপভাবে কাটিবে। এককালে ছোট করিয়া কাটিলে কোন কোন হস্তী কদাকার দেখায়। পশ্চিম প্রদেশে প্রায়শই হস্তীর দন্ত কর্ত্তন করতঃ ধনাঢ্য বিবেচনায় কেহ কেহ কাংস দ্বারা পিত্তল দ্বারা কিম্বা রৌপ্য দ্বারা দাঁতের অগ্রভাগ বান্ধাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম সুশ্রী অপেক্ষা অকৃত্রিম ঈশ্বরদত্ত কেবলমাত্র দন্তই পরিমাণমত থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখাইয়া থাকে।

হস্তীর দন্ত ভাল মন্দ এবং ছোট বড় তারতম্যানুসারে ৫৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হইতে দেখা যায়। যে সকল দন্ত অধিকাংশ নীরেট লম্বা এবং মোটা হয়, উহাই অধিক মূল্যে বিক্রী হইতে দেখা যায়।

কোন কোন হস্তীর দন্ত এরূপ বৃহৎ হয় যে, দন্ত ॥০ আধ মোণ ত্রিশ

সের হইতে ১ মোণ পর্য্যন্ত ওজনে দেখা যাইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে হস্তী দন্তের দ্বারা মূল্যবান এবং অতি সুশ্রী পাটী এবং পাখা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলেও দন্তের দ্বারা বহুবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। রাজারা হস্তী দন্ত দ্বারা সিংহাসন এবং পালঙ্ক ইত্যাদি নানাবিধ আবশ্যকীয় মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বহু দিনের চেষ্টা ও আয়াসে এই হস্তী তত্ত্বের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হইল। ইহার অনেক স্থানে অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখা যাইবে, সম্ভবতঃ তাহার প্রায়ই শুদ্ধি পত্র দ্বারায় দেখাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে সাধারণতঃ কতকগুলি প্রচলিত কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা অভিধানাদিতে পাওয়া যায় না, কেবল বিষয় বিশেষে এই হস্তীর সম্বন্ধেই ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই সকল শব্দ অনেকে হয়ত ভুল বা কাল্পনিক বলিয়া মনে করিবেন কিন্তু তাহা নহে। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকল শব্দের অর্থ যত সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইব। এবং এই মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের সময়ের সংগৃহীত বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া ও এতৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় চিত্র দ্বারায় বিশেষ সহজরূপে বুঝাইয়া পুস্তকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিবার আশা থাকিল। অনেক স্থান হইতে অনেকে হস্তীতত্ত্ব পাইবার জন্য আগ্রহ সহকারে পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং এই অবস্থায়ই হস্তীতত্ত্ব প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। এইক্ষণে পাঠকগণ সমীপে সানুনয় নিবেদন, ভ্রমাদি দৃষ্টে কেহ উপেক্ষা না করিয়া পুস্তকখণ্ড একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উদ্দেশ্য বিষয়ের কতকাংশ পূরণ হইয়াছে মনে করিলেই শ্রম সফল এবং যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিব। ভ্রমাদি সংশোধন কি হস্তীতত্ত্বের সংগ্রহ বিষয়ে কেহ আমাকে কোন বিষয় লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিব। ইতি। সন ১৩০১ সাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ শর্ম্মণ রায় চৌধুরী।

রংপুর—পীরগাছা।

শুদ্ধি পত্র।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৩	আটার	আঠার
২	২১	উপওকার	উপত্যকার
২	২৩	বাচ্ছাকে	বাচ্চাকে
৩	১৮	কোরাইতে	পোড়াইতে
৪	২০	দাঁজাল	দাঁতাল
৫	১৫	মাথনা	মাথলা
৫	১৮	বিহিন	বিহীন
৬	৫	এম কি	এমন কি
,,	৮	বিক্রয়	ক্রয়
,,	,,	মূল্যে কেহ	মূল্যে
,,	১০	বাচ্ছা	বাচ্চা
,,	১১	বাচ্ছা	বাচ্চা
,,	,,	চুই	চূই
,,	১৫	সার্ব্বভোমাঃ	সার্ব্বভৌমঃ
,,	,,	সুপ্রতিকশ্চ	সুপ্রতীকশ্চ
,,	১৬	প্রসূতত্তাৎ	প্রসূতত্বাত্
,,	১৭	পাণ্ডুর্য্যা	পাণ্ডুর
,,	১৮	অগ্ন	অগ্র
,,	,,	প্রমাণ	প্রমাণা
,,	২২	স্পাশক্তি	স্পৃশক্তি
,,	,,	মধমেতে	মধ্যমেতে
,,	২৩	যুদ্ধারঙ্গে	যুদ্ধরঙ্গে
,,	২৪	পাণ্ডুরবর্ণ	পাণ্ডুবর্ণ
৭	২	বহুভুজি	বহুভোজী
,,	৭	মপ্রিয়াঃ	মরপ্রিয়াঃ
,,	৯	বিসৃজস্তিং	বিসৃজন্তি
,,	,,	বমথুঃ	বমথূঃ
,,	১৮	সর্ব্বদেহ্যঃ	সর্ব্বদেহাঃ
,,	১৯	গমনোন্মাদশ্চ	গমন্মদাশ্চ
৮	,,	দানশ্চ	দানঞ্চ
,,	২০	দাসুপদেশ	দাসুপদেশে
৯	২	স্বকর্ক	সুকর্ক
,,	৪	পাদাদিবুচাডি	পানাদিবুচাতি
,,	৬	কলনা	কলানা
,,	৯	ক্ষণে	ক্ষীণ
১০	৫	বৃক্ত	বুক্ত
,,	৮	স্থূলক্ষণ	স্বল্পক্ষণ
,,	১১	দুর্দ্দান্ত	উদ্দান্ত
,,	১২	রণেকদ্বা	রণেকধা
,,	১৩	সুরা	শূরা
,,	২২	হস্তি	হস্তী
১১	১২	পাহাড়ে	পাহাড়
,,	১৫	হকল	সকল
১২	১০	কয়ে	করে
,,	২৭	হহুতর	বহুতর
,,	২৮	মহোদয়গাণের	মহোদয়গণের

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	২	গায়োহিলে	গায়োছিলে
„	৩	১৫।২৯	১৫।২০
„	২২	বিশেবতঃ	বিশেষতঃ
১৪	„	ঐ স্থানে	ঐস্থান
১৫	১২	হস্তী	হস্তী
„	১৪	বৃহত শগুণ	বৃহৎ শেগুণ
„	২৬	হস্তূী	হস্তী
১৬	৮	কেয়ল	কেবল
১৭	৮	শাস্তি	শাস্তি
„	২৩	আহার্য্যাভাবে	আহা-র্য্যাভাবে
১৯	১১	হউয়া	হইয়া
„	১৭	গ্রহস্থ	গ্রন্থ
২০	২১	মাগুর	বাগুর
২৩	১২	গড়েয়	গড়ের
„	১৬	কপিলে	করিলে
„	২৫	বাণ্ড	বাণ্ডা
২৪	১	অয়োহণের	অবরোহণের
„	৫	বাহির বাহির	বাহির করিয়া
„	২৬	সহলা	সহসা
২৬	৯	হিকটবর্ত্তী	নিকটবর্ত্তী
২৭	৭	সাবধামে	সাবধানে
„	১২	ঝুমকীরদুইটী	ঝুমকী দুইটীর
২৯	৮	আগু	যাগু
„	২০	আগু	যাগু

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	১১	হীকে	হস্তীকে
৩৫	১২	অগ্নী	অগ্নি
৩৬	৮	গাছে	গাছ
৩৭	২৭	সায়েস্ত	সায়েস্তা
৪১	২০	ধীর	ধীরো
„	২১	স্থির	স্থিরা
„	২৩	সপ্তমা	সপ্তমাঃ
৪৩	৮	ন্যয়	ন্যায়
„	„	যুগো	যুগে
৫১	৭	ঝাড়ু হুম	ঝাড়ু হুন
৫৩	৭	চিহ	চিহ্ন
৫৪	৬	ঘাট	খাট
৫৫	১২	পীড়খালী	গাড়াখালী
৫৭	৪	সাত আট হাজার	সাত আট শত
৫৯	৯	যাতনাব	যাতনার
৬০	১১	নড়িতে হয়	নড়িতে হয় না
৬১	৫	আঝে	আছে
„	১১	চিবাই	চিবাইয়া
৬৭	২১	জলঙ্গ	জঙ্গল
৭৬	২	আ্যসাম	আসাম
৮০	২৮	হার	তাহার
৮২	৫	জল	নল
৮৩	১৪	ষধ	ঔষধ
৯১	১৬	দ্বার	দ্বারা
৯৩	১০	বীর	ধীর

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৪	৩	অকন্দের	আকন্দের
,,	১০	কল.লবণ	কালালবণ
১২০	৬	এলচী	এলাচী
১২২	৬	সিঙ্গগ্রিক	সিঙ্গরিপ
,,	২০	ক্রিক	ব্রিক
১৩৭	২	টপিন	টাপিন
১৪১	১৩	তুতিয়	তুঁতিয়া
,,	,,	কালীচূর্ণ	কলীচূর্ণ
১৪৫	৭	টাপিন	টাপিন
১৭০	২৭	আবক্ত	আরও

সম্পূর্ণ